15)

হিউম

হিউম মুদ্রণ ও ধারণা বলতে কী বুঝিয়েছেন? 'ধারণামূলক মুদ্রণের প্রতিলিপি', - এই মতের স্বপক্ষে হিউম কী কী যুক্তি দিয়েছেন? তাঁর এই যুক্তিগুলি কী গ্রহণযোগ্য আলোচনা করো। (15)

Ans:) হিউম হলেন অভিজ্ঞতাবাদী, তাঁর মতে, আমাদের মন প্রথমে থাকে সাদা কাগজের মতো। অর্থাৎ জন্ম না জন্মের আগে থেকে জ্ঞানের কোনো উপাদান আমাদের মনে থাকে না, জ্ঞানের উপাদান মনে প্রবেশ করে ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়ানুভব হল আমাদের জ্ঞানের (বস্তু জগৎ সংক্রান্ত জ্ঞানের) একমাত্র উৎস। এর মাধ্যমে মনে প্রকৃষ্ট উপাদান যে হিউম প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ আবার তাঁর মতে দুই প্রকারের - মুদ্রণ ও ধারণা। স্পষ্ট প্রত্যক্ষকে বলে মুদ্রণ, এবং অস্পষ্ট প্রত্যক্ষকে বলে ধারণা।

■ আমরা প্রত্যেকেই অনুভব এবং চিন্তার পার্থক্যের কথা সহজেই বুঝতে পারি। কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করা ও চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা সহজেই বোঝা যায়। যেমন - বোঝা যায় অতিরিক্ত গরমের অনুভব ও পরবর্তীকালে সেই গরমের চিন্তার মধ্যেকার পার্থক্য। হিউমের মতে, আমরা সরাসরি অনুভবে যা পাই তা হল মুদ্রণ এবং চিন্তায় যা পাই তা হল ধারণা। কোনো কমলালেবুর আস্বাদ অনুভব হলে আমরা লেবুটির মুদ্রণ লাভ করি। পরবর্তীতে লেবুটির অনুপস্থিতিতে সে সম্পর্কে চিন্তার ফলে পাই তার ধারণা। তবে মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য আছে, মাত্রাগত পার্থক্য আছে। লাল এবং নীল রং-এর মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য আছে, কিন্তু গাঢ় লাল ও ফিকে লাল-এর মধ্যে আছে মাত্রাগত পার্থক্য। হিউম মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে তীব্রতা ও সজীবতার দিক থেকে পার্থক্য দেখিয়েছেন।

■ মুদ্রণ হল ধারণার চেয়ে অধিকতর তীব্র, যে সব

এই হিউমের বর্ণনায় তিনি বলেন যে, মানুষের মনের উপাদান হল প্রত্যক্ষ আর প্রত্যক্ষ কেবল দুই প্রকারের। কিন্তু প্রত্যক্ষ কেবল দুই প্রকারের। কেন যে তিনি ব্যাখ্যা করলেন। মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য দেখাতে গিয়ে হিউম তাদের প্রকৃত স্বরূপের উপর নির্ভর না করে তীব্রতার ক্ষেত্রে পার্থক্যের উপর নির্ভর করেছেন।

ii) ধারণা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো মানস প্রতিরূপ হিসাবে, কখনো সামান্য ধারণা হিসাবে। মানস প্রতিরূপ হল বিশেষ কোনো বস্তুর মানসিক চিত্র। তাহলে বস্তু বা ব্যক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হতে পারে। যেমন বিশেষ কোনো বৃক্ষ দেখে সেই বৃক্ষের মানস প্রতিরূপ গঠন করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা এরকম নয়। বৃক্ষত্বের সামান্য ধারণা আমাদের মনে থাকলেও তার কোনো মুদ্রণ আমাদের নেই।

iii) আমাদের এমন এমন ধারণা আছে যেগুলি মুদ্রণের উপর নির্ভর করে না। যেমন — জ্যামিতিক রাশির ধারণা, ত্রৈরাশিকের ধারণা। এগুলির ধারণা আমাদের আছে কিন্তু মুদ্রণ আমাদের হয় না। এমন কতগুলি বিমূর্ত ধারণা আমাদের আছে যা মুদ্রণ নির্ভর নয়। যেমন — স্বাধীনতা, সততা ইত্যাদি। সুতরাং ধারণা যে মুদ্রণ ভিত্তিক, হিউমের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।

iv) জন্মান্ধ, বর্ণান্ধ ব্যক্তি রঙের ধারণা গঠন করতে পারে না, এমতাবস্থায় অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা জন্মান্ধ ব্যক্তি বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে রঙের ধারণা গঠন করতে পারে, অন্ধ ব্যক্তির রঙের মুদ্রণ না হলেও ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে আলোক তরঙ্গ পরিমাপ করে বিভিন্ন রঙের সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে, অতএব, মুদ্রণ ছাড়া প্রতিরূপ গঠন করা সম্ভব না হলেও ধারণা গঠন করা সম্ভব।